॥ উত্তররামচরিত ॥ নাটকের বঙ্গানুবাদ ॥

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধকালে সংস্কৃত সাহিত্যের বঙ্গানুবাদের প্রতি যে ঝোঁক দেখা গিয়াছে তাহাতে উত্তররামচরিতের অনুবাদে মাত্র তিনজন অনুবাদকের অনুবাদ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অনুবাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় অনুবাদক নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তৃতীয় অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরচন্দ্র যদিও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেন নাই তথাপি তদ্ রচিত 'সীতার বনবাস' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশই ভবভূতি প্রণীত 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত। ইহার অন্যান্য অংশ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করেন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। তিনি 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখিয়াছেন –

> "সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত, অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণ-রসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে।"

নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ প্রচারিত হয় ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তররামচরিত' প্রবন্ধেও নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত টীকা সমেত ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারার্থ তিনি ইহার অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদ প্রচেষ্টা অনেকটা মূলানুসারী।

পরবর্তী অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে 'উত্তররামচরিতে'র অনুবাদ করেন। তিনি মূল গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়াই ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'উত্তররামচরিতের' দুইটি পরিচ্ছেদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত অংশে তিনি যথার্থই মূলানুসরণ করিয়াছেন। মূল প্রথম অঙ্কের একাদশ শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে –

> "অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠদেব আপনারে বলিয়াছেন বৎস! জামাতৃযজ্ঞে ব্রতস্থ হইয়া আমাদিগকে কিছুদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তুমি বালক, অল্পদিনমাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। প্রজারঞ্জন কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে, প্রজারঞ্জন সম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন।" ১
> – ইহা মূলানুসরণের দৃষ্টান্ত।

---

১. অষ্টাবক্র – শ্রূয়তাম্ –
জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধা –
ত্বং বাল এবাসি নবঞ্চ রাজ্যম্।
যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্যা –
তস্মাদ্‌যশো যৎ পরমং ধনং বঃ ॥ ১১ ॥ ১ম অঙ্ক –

ইহার প্রত্যুত্তরে রাম মূলের দ্বাদশ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন আলোচ্য অনুবাদে ইহার কোন ব্যত্যয় দেখা যায় না। যেমন –

"রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্বদাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বিজ্ঞাপন করিয়া কহিবেন, যদি প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মনোরঞ্জনানুরোধের জন্য আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগের বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না।"[২]

আবার, জনস্থানের বর্ণনায় বিদ্যাসাগর লিখিয়াছেন –

"লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধরপটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বন-পাদপ সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়, পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।"[৩]

---

২. রাম – যথাহ ভগবান্ মৈত্রাবরুণিঃ।
স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥১২॥ ১ম অঙ্ক –

৩. লক্ষ্মণ – অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তর স্নিগ্ধনীল
পরিসরারণ্য পরিণদ্ধগোদাবরীমুখরবন্ধুরঃ
সনুতমভিষ্যন্দমান মেদুরমেদুরিতনীলিমা জনস্থান
মধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম ॥ ॥ ১ম অঙ্ক –

এখানেও অনুবাদক মূলানুসরণেরই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও মূল ভাব প্রকাশে অনুবাদকের প্রযত্ন সূচিত হয়।

ভবভূতি রচিত 'উত্তররামচরিতে'র প্রথম অঙ্কের বঙ্গানুবাদে বিদ্যাসাগর এইভাবে যথাসম্ভব মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

পরবর্তী অনুবাদক নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'উত্তররামচরিতে'র যে অনুবাদ করেন তাহা অনেকটা মূলেরই ভাষান্তর। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করায় যতদূর সম্ভব তিনি মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কের একাদশ শ্লোকের অনুবাদে মূলের সহিত পার্থক্য দেখা যায় না। ইহার অনুবাদে রহিয়াছে –

> "অষ্টাবক্র– বৎস রামচন্দ্র! আমরা জামাতার যজ্ঞকার্য্যে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি বালক এবং অতি অল্পদিন রাজা হইয়াছ, সুতরাং রাজ্য তোমার পক্ষে নূতন বলিতে হইবে। অতএব প্রাণপণে প্রজাপালন এবং তাহাদিগের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত হইবে সেইটীই তোমাদিগের পক্ষে অমূল্য ধনস্বরূপ।"

আবার দ্বাদশ শ্লোকে অষ্টাবক্রের প্রত্যুত্তরে রাম যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদও মূলের অনুরূপ হইয়াছে। যেমন –

> "রাম – ভগবান বশিষ্টদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকেও বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপে ক্লেশ বোধ করিব না।"

অতঃপর জন্মস্থানের বর্ণনায় অনুবাদক লিখিয়াছেন –

"লক্ষ্মণ – যাহার গহ্বর সমূহ নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ [সুতরাং একেবারে অবকাশরহিত, অর্থাৎ বৃক্ষশ্রেণী এরূপ নিবিড় সন্নিবিষ্ট যে সূর্য্যরশ্মিও তাহার ভিতরে কোনরূপেই প্রবেশ করিতে পারে না] । সুতরাং স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ অরণ্যের প্রান্তভাগে বিস্তৃতা গোদাবরী নদীর ঝর ঝর শব্দে অনুক্ষণ শব্দায়মান হইতেছে এবং যাহার নীলবর্ণ, অনুক্ষণ শূণ্যমার্গে বিচরণশীল জলদরাজি সহযোগে অধিকতর শ্যামলতা ধারণ করিতেছে এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ নামে গিরি ।"

আলোচ্য অনুবাদে যতটা বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ বিশ্লেষিত হইয়াছে অন্য কোনো অনুবাদে এরূপ দেখা যায় না । পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্যই হয়ত তিনি এরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন ।

দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী কর্তৃক লব-কুশের পরিচয় মিলিয়াছে । চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদে দেখা যায় ঃ

"আত্রেয়ী – দেখুন বিদ্যাদান বিষয়ে শিক্ষকের কখনই পক্ষপাত হয় না । তিনি মেধাবী ছাত্রকে যেরূপ শিক্ষা দেন অবোধকেও ঠিক সেইরূপই দিয়া থাকেন । আর তাহাদিগের বুৎপত্তি জন্মাইবার বিষয়ে যে তিনি একজনকে সাহায্য করেন অপরকে করেন না [বরং ক্ষতি করেন] তাহাও নহে । তথাপি যে তাহাদিগের ফলের এরূপ তারতম্য হয় তাহার কারণ এই যে নির্ম্মল মণিই

কেবল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, মৃত্তিকারাশির পক্ষে তাহা কখনই সম্ভব নহে।" ৪.

নৃসিংহচন্দ্র এ অংশেরও মূলানুযায়ী অনুবাদ করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে দেবী বাসন্তীরামের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেও আক্ষরিক অনুবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার অনুবাদে নৃসিংহ চন্দ্র লিখিয়াছেন –

"বাসন্তী – হায়! মহৎ লোকদিগের মনের ভাব সহজে কি বুঝিতে পারে? কখন বোধ হয় যে তাঁহাদিগের মন বজ্রাপেক্ষাও কঠিন, আবার অন্য সময়ে পুষ্পাপেক্ষাও অধিকতর মৃদু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।" ৫.

আবার, মূল ২৬ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে –

"রাম – উঃ! এক্ষণে পূর্ব্বশোক যেন একত্রীভূত ও নূতন হইয়া আমাকে পুনর্ব্বার বিগতচেতন করিতেছে। যেন পূর্ব্বে আমার শোণিত প্রবাহের সহিত মিশ্রিত কোন তীব্র বিষরস নূতন বেগে পুনরায় দেহমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। যেন একটি তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের খণ্ড

---

৪. আত্রেয়ী – বিভ্রতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন তু খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ পূর্ণভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ ॥ ৪॥ ২য় অঙ্ক –

৫. বাসন্তী – হন্ত ভোঃ।
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥৭॥২য় অঙ্ক –

হৃদয় মধ্যে বিদ্ধ হইয়া বেগে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে। যেন আমার মর্ম্মস্থলীসঞ্জাত একটি ব্রণ এই মাত্র ফুটিয়া গিয়াছে।" ৬.

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করায় যতদূর সম্ভব অবিকৃতভাবে মূল ভাব এবং অর্থ রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছেন।

'ছায়া সীতা দর্শন' নামে তৃতীয় অঙ্কে সীতাদেবী গোদাবরী হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া বনের দিকে অগ্রসর হইলে তাহার দেহের বর্ণনায় পঞ্চম শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অনুবাদে নৃসিংহ চন্দ্র লিখিয়াছেন —

" মুরলা — এই যে তিনি। আহা! শরৎকালের প্রচণ্ড তাপ যেমন কেতকীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ পত্রকেও শুকিয়ে ফেলে, সেইরূপ নিদারুণ বিরহব্যথা ভগ্নবৃন্ত মনোহর নব পল্লবের ন্যায় তাঁর সেই পাণ্ডুবর্ণ এবং ক্ষীণ শরীরকে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত মলিন করে তুলছে ও হৃদয়রূপ কুসুমকে শুষ্ক ও নীরস করছে।" ৭.

— ইহাও মূলের প্রায় যথাযথ অনুবাদ।

জনস্থানে বিরহক্লিষ্ট রামকে দর্শন করার পর মূলে সীতার যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে নবম সংখ্যক শ্লোকের বঙ্গানুবাদেও অনুবাদক তাহাও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যেমন —

---

৬. রাম — চিরোদ্বেগাবর্ত্তী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
তীব্রো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন —
ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব ॥২৬॥ ২য় অঙ্ক —

৭. মুরলা — ইয়ং হি সা। কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডুক্ষাম মস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্ ॥ ৫ ॥ ৩য় অঙ্ক —

"সীতা – [দেখিয়া] হায় ! এ যে আমারই প্রাণবল্লভ দেখছি । উঃ এ কি হয়েছে । শরীরে যে আর কিছুমাত্র নাই । হায় ! হায় ! মুখটি যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত মলিন ম্যাকাসে ও দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছে । আর ত কোনরূপেই চিনিবার যো নাই । তবে গলার সুর শুনেও পূর্ব্বের প্রভাব দেখে যা কিছু চেনা গিয়াছে । ভগবতি অসে ! আমার ধরুন ! – এই বলিয়া অসাকে আলিঙ্গন করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।"

চতুর্থ অঙ্কের একাদশ শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে –

"অরুন্ধতী – হা বাছা ! তুমি বালিকাই হও, আর আমার ছাত্রীই হও, যাই হোক, কিন্তু অপার পবিত্রতা দেখে তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তি হচ্ছে । যদিও তুমি স্ত্রীলোক ও বালিকা, তথাপি তুমি যে প্রাণীমাত্রেরই পূজনীয়া তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । কারণ গুণ থাকিলেই লোকে পূজা করিয়া থাকে । সুতরাং তখন ইনি স্ত্রীলোক, ইনি পুরুষ, এটি নিতান্ত শিশু, ইনি অধিক বয়স্ক এরূপ বিবেচনা কেহই করে না । যেহেতু লিঙ্গ কিম্বা বয়সকে ত পূজা করিতে হয় না ।" ৮.

---

৮. অরুন্ধতী – হা বৎসে !

শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি, মম তত্তিষ্টতু তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি ।
শিশুত্বং ত্রৈস্রোতং বা ভবতু, ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥১১॥ ৪র্থ অঙ্ক –

সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্থূল অর্থ প্রকাশের প্রতি প্রায় সর্বত্রই নৃসিংহ চন্দ্রের দৃষ্টি ছিল সজাগ।

ব্রাহ্মণকুমারগণের মধ্যে একজনকে দেখিয়া মহর্ষি জনকের কিরূপ ভাবান্তর ঘটিয়াছিল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে মূল চতুর্থ অঙ্কের ২১ সংখ্যক শ্লোকে। ইহার অনুবাদে রহিয়াছে —

> "জনক — আহা ! এ বালকটি কে ? এটিকে দেখিবামাত্র আমার নয়নদ্বয় অমৃতময় অঞ্জনের প্রলেপ দিলে যেরূপ শীতল হয়, সেইরূপ শীতল হয়ে যাচ্চে ॥ দেখে বোধ হচ্চে যেন আমার রামচন্দ্র পুনর্বার শিশুরূপ ধারণ করেছেন, বর্ণটি যেন নীলপদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং শ্যাম। মস্তকে কাকপক্ষ থাকাতে যেন একটি নূতন রকমের অলঙ্কার বোধ হচ্চে। কান্তিটি কি নির্ম্মল। দেহের শোভাতে শিশুসমাজকে যেন একেবারে অলঙ্কৃত করে তুলচে।" ৯.

চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া মহর্ষি জনকের ভাবাবেগ এখানে মূলাতিরিক্ত ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই আবেগ ঘনীভূত করিতে গিয়া অনুবাদক মূল-বহির্ভূত অংশ যেমন যোগ করিয়াছেন, আবার মূল বিষয়ও ত্যাগ করিয়াছেন।

চন্দ্রকেতুকে দর্শন করার পর লবের মনে আকস্মিকভাবে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে মূল পঞ্চম অঙ্কের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে। ইহার অনুবাদে নৃসিংহচন্দ্র লিখিয়াছেন —

---

৯. জনক — [চিরং নির্বর্ণ্য] ভোঃ কিমপ্যেতৎ ?

মহিম্নামেতস্মিন্ বিনয় শিশুতা মৌগ্ধ্যমসৃনো
বিদগ্ধৈর্নির্গ্রাহ্যো ন পুনরবিদগ্ধৈরতিশয়ঃ।
মনো মে সম্মোহ স্থিরমপি হরত্যেষ বলবান্
অয়োধাতুং যদ্বৎ পরিলঘুরয়স্কান্তশকলঃ ॥ ২১ ॥ ৪র্থ অঙ্ক —

"লব – রসটি মিশ্রিত হয়ে গ্যালো দেখছি। কেননা চন্দ্রকে দেখে কুমুদিনী যেমন প্রীতি অনুভব করে এঁকে দেখে আমার চক্ষুও ঠিক সেইরূপ ঘটেছে বটে, কিন্তু আমার হস্ত ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যে উদ্যত হয়েছে। কারণ এই কর্কশ এবং ঝনঝনায় ছিলাযুক্ত ভয়ঙ্কর ধনু ধারণ করে আপনার বিশাল বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক, এর সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হতে হলো।" ১০.

এইরূপ মূল ষষ্ঠ অঙ্কে রাম ও লবের অনুরূপ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অনুবাদক মূল ভাবাবেগের বর্ণনায় যথাসম্ভব মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ অঙ্কের দ্বাদশ শ্লোকের অনুবাদে রহিয়াছে –

"রাম – যেহেতু অন্তর্ব্বর্তী কোন হেতু সচরাচর পদার্থ সমূহকে স্নেহসূত্রের দ্বারা গ্রথিত করিয়া রাখে এবং বাহ্য ধর্ম্ম দেখিয়া কখনই স্নেহরসের আবির্ভাবও হইতে পারেনা, কেননা, তাহা হইলে সূর্য্যকে দেখিয়া পদ্মই বা প্রস্ফুটিত হইবে কেন। আর চন্দ্রোদয় হইলেই বা চন্দ্রকান্ত মণি হইতে জলক্ষরণ হইবে কেন?" ১১.

---

১০. লবঃ – হন্ত! মিশ্রীকৃতো রসো বর্ত্ততে। (কার্য্য)
যথেন্দাবানন্দং ব্রজতি সমুপোঢ়ে কুমুদিনী
তথৈবাস্মিন্ দৃষ্টি র্মম কলহকামঃ পুনরয়ম্।
ঝনৎকারক্রূরক্বণিতগুণগুঞ্জদ্‌গুরুধনু–
র্ধৃতপ্রেমা বাহুর্বিকচবিকরালোল্বণরসঃ ॥ ২৬॥ ৫ম অঙ্ক –

১১। রামঃ – ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোপি হেতু–
র্নখলু বহিরুপাধীন্প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥ ১২ ॥ ৬ষ্ঠ অঙ্ক –

– ইহাও অনেকটা মূলানুসরণেরই দৃষ্টান্ত ।

সপ্তম অঙ্কের সপ্তম শ্লোকে মাতা পৃথিবী শ্বশুরকুলের দেবতা গঙ্গাদেবীকে যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদেও নৃসিংহচন্দ্র সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন । যেমন –

> " পৃথিবী – তোমাদিগের প্রতি তো আমি সর্বদাই প্রসন্ন । কিন্তু সীতার এই সর্বনাশ ঘটাতে এখন দারুণ শোকে একেবারে অধীর হয়েছি, তা না হলে কি আমি সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অসাধারণ স্নেহ আছে জানিনা ? আহা ! তিনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ সীতাকে পরিত্যাগ করে অবধি দারুণ মনোদুঃখে দিবারাত্রিই দগ্ধ হচ্যেন । তবে তিনি যে আজ পর্য্যন্তও বেঁচে আছে, তার কারণ হচ্যে তাঁর অসাধারণ ধৈর্য্য আর প্রজাদের পুণ্যবল । " ১৩.

নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ' উত্তররামচরিতের ' যে বঙ্গানুবাদ করেন তাঁহার এই প্রচেষ্টায় মূলানুসরণের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট । অন্ততঃ স্থূল অর্থ প্রকাশের দিক দিয়া এই অনুবাদ সার্থক হইয়াছে বলা চলে ।

পরবর্তী অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অনুবাদ করেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে [১৩০৭ সাল] । এই অনুবাদে কোন 'ভূমিকা' অংশ সংযোজিত না হইলেও ইহা তাঁহার মূলানুগ অনুবাদ । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ । অন্যান্য অনুবাদকের ন্যায় স্বকীয় কল্পনা এই সকল গ্রন্থে প্রায় অনুপস্থিত । সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে তিনি যথাসম্ভব মূলানুসরণ করিয়াছেন । ' উত্তররামচরিতের ' বঙ্গানুবাদেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই ।

---

১৩. পৃথিবী – দেবি ! নিত্যং প্রসন্নাস্মি বঃ কিংত্বা পাতদুঃসহস্নেহ
সংবেগেনৈবং ব্রবীমি ন পুনর্জানামি সীতাস্নেহং রামভদ্রস্য ।
দহ্যমানেন মনসা দৈবাদবৎসাং বিহায় সঃ ।
লোকোত্তরেণ সত্ত্বেন প্রজাপুণ্যৈশ্চ জীবতি ॥ ৭ ॥ ৭ম অঙ্ক –

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের ন্যায় বাল্মীকি প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া যথারীতি নান্দী এবং প্রস্তাবনার অনুবাদের পর প্রথম অঙ্কের একাদশ শ্লোকের অনুবাদে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ –

"অষ্টাবক্র– শুনুন তিনি আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন । –

জামাতৃ যজ্ঞেতে মোরা বদ্ধ আছি সবে,
তরুণ বালক তুমি, নব তব রাজ্য ।
প্রজানুরঞ্জন সদা তৎপর হবে,
পাবে যশ – রঘুকুল – পরম-ঐশ্বর্য্য ।"

– এখানে মূলানুগত্যের লক্ষণই স্পষ্ট ।

মূল প্রথম অঙ্কের অন্যান্য অংশের বর্ণনায় এবং জনস্থানের বর্ণনায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূলের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই ।

এইরূপ মূল দ্বিতীয় অঙ্কের অনুবাদও একইভাবে অগ্রসর হইয়াছে । দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদে দেখা যায় –

"আত্রেয়ী – সুবোধ অবোধ উভয়ে করেন গুরু বিদ্যা দান
ধীশক্তির ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে নহেন ক্ষমবান ।
উভয়ের মাঝে শেষে ফলভেদ দেখা দেয় আসি
স্বচ্ছমণি ছায়া ধরে নাহি ধরে মৃৎপিণ্ড রাশি ।"

– এখানেও অনুবাদের একই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বঙ্গানুবাদে যথাসম্ভব মূলেরই অনুসরণ করিয়াছেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম শ্লোকের

উল্লেখ করা গেল। ইহার অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন —

" মুরলা — এই যে তিনি। আহা ![উভয়ের পরিক্রমণ ও পুষ্পহান]।

শরতের তাপে যথা কেতকীর গর্ভগত দল,
চারু বৃন্ত ছিন্ন যথা অভিনব পল্লব কোমল,
হৃদয় কুসুম শোষী শোকানল দাহ দীর্ঘ দিন
করিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ দেহ অতীব মলিন।"

চতুর্থ অঙ্কের বঙ্গানুবাদেও মূলের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এরূপ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের অনুবাদে একইভাবে তিনি মূলের অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের যে অনুবাদ করেন তাহা মূলেরই পরিচ্ছন্ন ভাষান্তর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মূল বিষয়কেই যথাসম্ভব অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদগুলিতে মৌলিক কল্পনা বা মূলবহির্ভূত বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে নাই।